হালাল পর্যটন গাইডলাই ২০২২

বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড
বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১. প্রস্তাবনা

বিশ্বব্যাপী ১.৯ বিলিয়ন মুসলমানের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম জনগোষ্ঠী বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুত বর্ধনশীল বাজার, যেক্ষেত্রে হালাল পণ্যের চাহিদা প্রতিনিয়তই বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশ বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম মুসলিম জনবহুল দেশ। এর মোট জনসংখ্যার প্রায় ৯০% মুসলিম। মুসলিম পর্যটকের মধ্যে হালাল খাবার গ্রহণের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। বাংলাদেশের হোটেল, রেস্টুরেন্টে সাধারণত হালাল খাবারই পরিবেশন করা হয়ে থাকে। তাই বাংলাদেশ একটি উল্লেখযোগ্য হালাল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে ওঠার অপার সম্ভাবনা রয়েছে। দেশে বিদ্যমান বিপুল সংখ্যক মসজিদ, ইসলামী প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান এবং স্মৃতিস্তম্ভ হালাল পর্যটনের অন্যতম আকর্ষণ হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। মুসলিম ভ্রমণকারীদের স্বতন্ত্র মূল্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে যা তাদেরকে অন্যান্য পর্যটকদের থেকে পৃথক করে। মুসলিম পর্যটকদের বিশেষ চাহিদা পূরণের জন্য, সেবা প্রদানকারীদের পর্যটন পণ্য ও সেবার উন্নয়ন এবং বিতরণে ইসলামী নিয়ম-কানুন মেনে চলতে হয়। "হালাল পর্যটন গাইডলাইন" বাংলাদেশের হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, ব্যবস্থাপনা এবং বিপণনের গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহের ওপর একটি অনুসরণীয় দালিল।

২. প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞা

হালালঃ হালাল শব্দটি আরবি ভাষা থেকে এসেছে যার অর্থ গ্রহণযোগ্য, বিবেচ্য এবং অনুমোদিত।
হালাল পর্যটনঃ যে সকল পর্যটন কার্যক্রম ইসলামী শিক্ষার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মুসলিম পর্যটকদের সুনির্দিষ্ট চাহিদার জন্য উপযুক্ত সেগুলো হালাল পর্যটনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত।
হারামঃ হারাম হলো হালালের বিপরীত শব্দ যার অর্থ গ্রহণযোগ্য নয়, অনুমোদিত নয় অথবা নিষিদ্ধ।

৩. উদ্দেশ্য

এই গাইডলাইনের মূল উদ্দেশ্য হলো বাংলাদেশে মুসলিম পর্যটকদের সুষ্ঠুভাবে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার প্রবর্তন এবং উন্নয়ন করা। তদুপরি, এর সাথে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলিও সম্পৃক্ত রয়েছেঃ

ক. ভ্রমণ ও পর্যটনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সেক্টরে মুসলিম বান্ধব পর্যটন সেবা অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে নির্দেশনা প্রদান করা।
খ. বাংলাদেশে হালাল পর্যটন বিকাশের উপযুক্ত পন্থা চিহ্নিত করা।
গ. হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার বিপণন ও প্রচারের জন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি এবং কৌশল নির্ধারণ করা।

৪. হালাল পর্যটন পণ্য এবং সেবা

হালাল পর্যটন সম্প্রসারণের জন্য, ভ্রমণ ও পর্যটন খাতের বিভিন্ন পণ্য ও সেবা মুসলিম বান্ধব হওয়া প্রয়োজন। এই ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত নির্দেশনা অনুসরণ করতে হবেঃ

৪.১ প্রার্থনার সুবিধা

প্রতিটি পর্যটন স্থাপনায় (যেমনঃ হোটেল, মোটেল, রিসোর্ট, রেস্তোরাঁ, ক্যাফে, বিনোদন পার্ক, শপিং মল, হাসপাতাল) পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক প্রার্থনার স্থান নির্ধারণ ও দিক-নির্দেশনা চিহ্ন অন্তর্ভুক্ত করা। প্রার্থনা সুবিধা প্রদানের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচ্যঃ

৪.১.১ প্রার্থনার কক্ষ

ক. প্রার্থনা কক্ষটি সুবিধাজনক স্থানে হওয়া।
খ. প্রার্থনা কক্ষের অবস্থান নির্দেশ করার জন্য সঠিক চিহ্ন ব্যবহার করা।

গ. প্রার্থনা কক্ষ সবসময় পরিষ্কার রাখা এবং পর্যাপ্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকা।
ঘ. কিবলার দিক স্পষ্টভাবে চিহ্নিত থাকা।
ঙ. পর্যাপ্ত সংখ্যক প্রার্থনা ম্যাট রাখা।
চ. প্রার্থনার সময়সূচির তথ্য নির্দেশিকা রাখা।

৪.১.২ পাবলিক ওয়াশরুম এবং অযু সুবিধা

ক. প্রার্থনা কক্ষ সংলগ্ন পা ধোয়ার ব্যবস্থাসহ পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক অযু সুবিধা থাকা।
খ. ওয়াশরুমে বিডেট, হ্যান্ড শাওয়ার বা ওয়াটার হোস থাকা।
গ. ওয়াশরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
ঘ. ওয়াশরুমে প্রদত্ত সুবিধা ও প্রসাধনসামগ্রী মুসলিমদের ব্যবহারের উপযোগী হওয়া।

৪.২ হালাল খাদ্য ও পানীয়

যেসব খাবার ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী খাওয়া জায়েয, সেগুলোকে হালাল খাবার বলা হয়। ইসলাম ধর্মে সকল খাদ্য ও পানীয়কে হালাল হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যেগুলো হারাম শ্রেণীতে পরে না।

৪.২.১ যেসব খাবারকে ইসলামে হারাম মনে করা হয়

যে সকল খাবার কুরআনে স্পষ্টভাবে নিষিদ্ধ সেগুলো ব্যতীত সমস্ত খাবার এবং পানীয় হালাল হিসাবে বিবেচিত হয়। হারাম খাদ্যগুলোর তালিকা নিম্নরুপঃ
ক. অ্যালকোহল (মদ) এবং অন্যান্য মাদকদ্রব্য।
খ. মৃত প্রাণীর মাংশ।
গ. রক্ত এবং রক্ত দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য।
ঘ. শূকরের মাংস।
ঙ. সিংহ এবং বাঘের মতো সমস্ত হিংস্র মাংসাশী প্রাণী।
চ. সমস্ত শিকারী পাখি, উদাহরণস্বরূপঃ বাজপাখি, শকুন, ঈগল ইত্যাদি।
ছ. গৃহপালিত গাধা, ইঁদুর, বিচ্ছু, সাপ, ব্যাঙ।
জ. ইসলামী পদ্ধতিতে জবাই করার আগে যে কোন প্রাণী (মাছ এবং সমুদ্রের প্রাণী ছাড়া) যা মারা গেছে তা হারাম।

৪.২.২ খাদ্য ও পানীয় হালাল হওয়ার শর্ত

খাদ্য এবং পানীয় হালাল হওয়ার জন্য নিম্নলিখিত শর্তগুলো পূরণ করতে হবেঃ
ক. খাদ্য ও পানীয়তে এমন কিছু থাকা উচিত নয় যা ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী নিষিদ্ধ (হারাম)।
খ. হারাম কাঁচামাল অথবা পণ্য ব্যবহার করে খাদ্য বা পানীয় প্রস্তুত, প্রক্রিয়াজাত, পরিবহন বা সংরক্ষণ না করা।
গ. খাদ্য বা পানীয়তে ইসলামী শরীয়াহ অনুযায়ী দূষিত বস্তু না থাকা।
ঘ. খাদ্য বা পানীয় মানুষের ব্যবহারের জন্য নিরাপদ, বিষহীন এবং নেশাহীন হওয়া।
ঙ. ইসলামী নিয়ম মেনে যথাযথভাবে পশুকে জবাই করা।

৪.৩ মুসলিম বান্ধব পর্যটন আবাসন ব্যবস্থা

পর্যটন আবাসন সেবা প্রদানকারী বা অন্যান্য পর্যটন সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নিশ্চিত করতে হবে যে এই নির্দেশনায় নির্ধারিত বাধ্যতামূলক শর্তসমূহ পালন করে আবাসন কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। যদি কোন সংস্থা নিম্নলিখিত

বাধ্যতামূলক এবং আনুষঙ্গিক উভয় শর্তসমূহ মেনে চলে, তবে ঐ সকল সংস্থা মুসলিম পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য অতিরিক্ত সুবিধা পেতে পারেঃ

৪.৩.১ বাধ্যতামূলক শর্তসমূহ

ক. অতিথি কক্ষ পরিষ্কার রাখা এবং ভালোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করা।
খ. অতিথি কক্ষগুলিতে কিবলার দিক স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা।
গ. অতিথি কক্ষে প্রার্থনার ম্যাট বা জায়নামাজ দেয়া।
ঘ. সালাত (নামাজ) আদায়ের জন্য অতিথি কক্ষে পর্যাপ্ত জায়গা রাখা।
ঙ. অতিথি কক্ষে প্রার্থনার সময়সূচি রাখা অথবা অনুরোধের ভিত্তিতে সরবরাহ করা।
চ. ওয়াশরুমে বিডেট, হ্যান্ড শাওয়ার বা ওয়াটার হোস এর ব্যবস্থা রাখা।
ছ. ওয়াশরুম পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা।
জ. ওয়াশরুমে প্রদত্ত সুবিধা ও প্রসাধনসামগ্রী ইসলাম ধর্মাবলম্বীগণের ব্যবহার যোগ্য হওয়া।
ঝ. অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় এবং নেশাজাতীয় দ্রব্য কক্ষের ফ্রিজে সংরক্ষণ না করা।
ঞ. শারীরিকভাবে অক্ষম অতিথিদেরও প্রয়োজনীয় সেবা প্রদান করতে হবে।
ট. মুসলিম অতিথিদের হালাল খাবার সরবরাহ।
ঠ. রমজান মাসে রোজাদার অতিথিদের জন্য অবশ্যই খাবার পরিবেশনের সময়সূচি সেহেরি ও ইফতার এর সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ করা।

৪.৩.২ আনুষঙ্গিক শর্তসমূহ

ক. অতিথির অনুরোধে আল-কুরআনের অনূদিত একটি অনুলিপি প্রদান করা।
খ. কর্মীদের এবং অতিথিদের জন্য শালীন পোশাক পরিধান নিশ্চিত করা।
গ. নাইটক্লাবের মতো বিনোদন স্থান আবাসন স্থাপনায় না রাখা।
ঘ. মদ এবং মদ্যজাতীয় পণ্য পরিবেশন করা না করা।
ঙ. অতিথি কক্ষে কোন শিল্পকর্ম যেন মানুষের বা প্রাণীর রূপকে চিত্রিত করে না রাখা।
চ. অতিথি কক্ষে মহিলাদের জন্য পরিষ্কার নামাজের পোশাক (হিজাব) এর ব্যবস্থা রাখা।

৪.৪ মুসলিম বান্ধব পরিবহন ব্যবস্থা

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো পরিবহন অপারেটরদের জন্য বিবেচ্যঃ
ক. বিমানবন্দর, ফ্লাইট এবং ক্রুজে হালাল খাবার সরবরাহ করা।
খ. ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ম্যাগাজিন, প্রকাশনা এবং সঙ্গীতের ব্যবস্থা করা।
গ. অ্যালকোহলমুক্ত পানীয় পরিবেশন করা।
ঘ. যানবাহনের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা।
ঙ. বিমানবন্দর, বাস স্ট্যান্ড এবং রেলওয়ে স্টেশনে অবশ্যই পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পৃথক পৃথক প্রার্থনা কক্ষ এবং অযু করার ব্যবস্থা রাখা।

৪.৫ মুসলিম বান্ধব ট্যুর প্যাকেজ

ট্যুর অপারেটর এবং ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর নিম্নলিখিত নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক:
ক. ট্যুর প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত সেবাগুলোতে (যেমনঃ লজিং, পরিবহন এবং খাদ্য সেবা) অবশ্যই উপযুক্ত হালাল সুবিধা রাখা; উদাহরণস্বরূপঃ হালাল খাবার, প্রার্থনা কক্ষ, ওয়াশরুম, প্রার্থনা স্থানে সহজে প্রবেশাধিকার ইত্যাদি।

খ. ট্যুর প্যাকেজের জন্য পণ্য নির্বাচন মুসলিম পর্যটকদের প্রয়োজনীয়তা অনুযায়ী কাস্টমাইজ করা। উদাহরণস্বরূপঃ অনেক মুসলমান পর্যটক ভ্রমণের ক্ষেত্রে হারাম কার্যক্রম পরিচালিত হয় এমন স্থানে যেতে পছন্দ করে না (যেমনঃ অমুসলিম উপাসনালয়, হারাম পণ্য তৈরির স্থান, বিনোদনমূলক ক্রিয়াকলাপ যা ইসলামী শরীয়াহ অনুসারে অনুমোদিত নয় ইত্যাদি)।
গ. ট্যুর প্যাকেজের বিষয়বস্তু 'ইসলামিক থিম' এর উপর ভিত্তি করে ডিজাইন করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপঃ যে সকল পর্যটন পণ্য ইসলামী মূল্যবোধ এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিফলন করে সে সকল পণ্য প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।
ঘ. রমজান মাসে নামাজ, সেহরি এবং ইফতারের জন্য পর্যাপ্ত সময় বরাদ্দ রেখে ভ্রমণকারীদের জন্য ভ্রমণসূচিটি (Itinerary) তৈরি করা।

৪.৬ মুসলিম বান্ধব বিনোদনমূলক সেবা

মুসলিম পর্যটকদের অবসর এবং বিনোদনমূলক সেবা প্রদানের জন্য, বিভিন্ন পর্যটন সাইটগুলোতে (যেমনঃ পার্ক, সৈকত এলাকা) পর্যাপ্ত সেবা এবং সুবিধা নিশ্চিত করা:
ক. পর্যটনস্থলে পরিবার-বান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা।
খ. হালাল খাবার সরবরাহ করার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা।
গ. প্রার্থনা স্থান পর্যটকদের জন্য সহজগম্য হওয়া।
ঘ. বিচ এলাকায় শুধুমাত্র মহিলা পর্যটকদের জন্য নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণ করা যেন তারা একান্ত সময় উপভোগ করতে পারে।
ঙ. পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য আলাদা আলাদা অবসর এবং বিনোদন ব্যবস্থা (যেমনঃ সুইমিং পুল, স্পা এবং জিম) রাখা।

৫. হালাল পর্যটনের উন্নয়ন

হালাল পর্যটনের কথা হল হালাল পণ্য ও সেবার নিশ্চয়তার মাধ্যমে বাংলাদেশে মুসলিম বান্ধব পর্যটন সুবিধার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা।

৫.১ হালাল পর্যটন বিকাশে প্রত্যক্ষ পদক্ষেপসমূহ

ক. হালাল পর্যটনকে সমৃদ্ধ করার জন্য দেশব্যাপী হালাল খাদ্য ও সেবার অনুকূল পরিবেশের প্রসার ঘটানো।
খ. হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার উন্নয়ন, ব্যবস্থাপনা এবং প্রচারের জন্য পর্যটন বাজেট থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ করা।
গ. হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার প্রসার করতে উদ্যোক্তাদের ভর্তুকি প্রদান। উদাহরণস্বরূপঃ কক্সবাজারে হালাল রেস্টুরেন্ট খোলার জন্য ভর্তুকি প্রদান।
ঘ. হালাল পর্যটন-সম্পর্কিত উদ্ভাবনী কর্মসূচি (যেমনঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, ভার্চুয়াল রিয়্যালিটি) উৎসাহিত করা।
ঙ. এয়ারলাইন্স এবং অন্যান্য ভ্রমণ সেবার বিষয়ে যৌথ প্রচারণা চালানো।
চ. যথাযথ হালাল পর্যটন সুবিধা নিশ্চিত করে এবং কোন প্রকার হারাম কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত না করার মাধ্যমে একটি 'এক্সক্লুসিভ হালাল ট্যুরিজম জোন' গড়ে তোলা যেখানে মুসলিম পর্যটকদের স্বতন্ত্র চাহিদা পূরণ করা হবে।
ছ. কৌশলগত পর্যটন গবেষণা, হালাল পর্যটন সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি, এবং পণ্য ও সেবায় হালাল নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে পর্যটন সেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করা।

৫.২ হালাল পর্যটন বিকাশে পরোক্ষ পদক্ষেপসমূহ

ক. হালাল পর্যটনের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাবকে কাজে লাগাতে বেসরকারি ও সরকারি খাতের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা।

খ. হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সেমিনার এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আয়োজন করা।

গ. ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায়ীদের হালাল সার্টিফিকেশন পেতে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে ভর্তুকি প্রদান করা।

ঘ. পণ্য ও সেবায় হালাল নিশ্চয়তা প্রদান করতে পর্যটন সেবা প্রদানকারীদের উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় পর্যটন সংস্থা (National Tourism Organization) কর্তৃক কম খরচে বা বিনামূল্যে হালাল সার্টিফিকেশন ব্যবস্থা চালু করা।

ঙ. পর্যটন ক্ষেত্রে হালাল পণ্য ও সেবা কার্যক্রম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের জন্য চেকলিস্ট তৈরি করা।

৬. হালাল পর্যটনের বিপণন ও প্রচার

পর্যটন সংশ্লিষ্টদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এবং পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবা সম্পর্কে প্রচার করা এবং বিপণন কৌশল প্রস্তুত করা।

ক. বাংলাদেশের অনন্য হালাল পর্যটন আকর্ষণসমূহ যেমনঃ সমৃদ্ধ ইসলামী ইতিহাস ও ঐতিহ্য এবং মুসলিম বান্ধব আতিথেয়তা হালাল পর্যটনের বিকাশের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা।

খ. পর্যটন আকর্ষণ, শপিং সেন্টার, মুসলিম বান্ধব লজিং ব্যবস্থা ও রেস্তোরাঁ, নামাজের জায়গা এবং মসজিদের তথ্য সম্বলিত একটি আকর্ষণীয় ভিজিটর গাইড প্রকাশ করা।

গ. হালাল পর্যটন শিল্পের জনপ্রিয় গন্তব্যগুলো থেকে সেলিব্রেটি ব্লগারদের নিয়ে আকর্ষণীয় প্রচারণার ব্যবস্থা করা।

ঘ. বিভিন্ন দেশ, বিশেষ করে মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য এবং তুরস্ক থেকে উল্লেখযোগ্য পর্যটন স্টেকহোল্ডারদের (যেমনঃ ট্যুর অপারেটর, ট্রাভেল ভ্লগার এবং ফুড ভ্লগার) আমন্ত্রণ জানিয়ে পরিচিতিমূলক ভ্রমণের (Familiarization Trips) আয়োজন করা।

ঙ. 'বৈশ্বিক হালাল হাব' এবং জনপ্রিয় হালাল পর্যটন গন্তব্য হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় ভ্রমণ এবং বাণিজ্য ইভেন্টে প্রধান আয়োজক, সহ-সংগঠক, প্রধান সমর্থক বা প্রদর্শক হিসেবে অংশগ্রহণ করতে পারে।

চ. হালাল পর্যটন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আসন্ন ইভেন্ট এবং বাংলাদেশকে একটি উল্লেখযোগ্য হালাল পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উপস্থাপন করার জন্য বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম (যেমনঃ ফেসবুক, টুইটার এবং ইনস্টাগ্রাম) ব্যবহার করা।

ছ. বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন আকর্ষণসমূহ এবং বিভিন্ন হালাল পর্যটন পণ্য ও সেবার তথ্য সম্বলিত একটি ব্যবহারকারী বান্ধব ওয়েবসাইট তৈরি করা।